আলমডাঙ্গায় সোনালী ব্যাংকে টাকা জমা দিতে এসে গ্রাহকের টাকা চুরি

আলমডাঙ্গার সোনালী ব্যাংকের ভেতরে আবারও এক গ্রাহকের টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার ওই গ্রাহক ব্যাংকে টাকা জমা দেবার জন্য কাউন্টারের সামনে রাখলে চোরেরা কৌশলে ৬১ হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ব্যাংকের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে চোর সনাক্ত করে তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
ভুক্তভোগী পৌরশহরের নিত্যরঞ্জন সাহার ছেলে গোবিন্দপুর গ্রামের মলয়।

স্থানীয়রা জানান, আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মলয় ও অগ্রণী ব্যাংকের এক পিয়ন আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের পে-অর্ডারের টাকা জমা দিতে সোনালি ব্যাংকে যান। এ সময় তিনি দুজনের পে-অর্ডারের মোট ৬১ হাজার টাকা ব্যাংকের ৪ নম্বর কাউন্টারের সামনে রেখে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যান।

এসময় চোরচক্রের এক সদস্য কৌশলে কাউন্টার থেকে ওই ৬১ হাজার টাকা চুরি করে নেয়। পরে ভুক্তভোগী মলয় ফিরে দেখেন কাউন্টারে তাঁর টাকা নাই। পরে সিসিটিভি ক্যামেরা চেক করলে চুরির ঘটনাটি সামনে আসলেও চোরকে কেউই সনাক্ত করতে পারেনি।

এদিকে গত ৯ জুন সোনালী ব্যাংক থেকে এক মহিলার উত্তোলন করা টাকা চোর চক্র একই কায়দায় চুরি করে নিয়ে যায়।

সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক এইচ এম আব্দুল আওয়াল বলেন,ক্যাশে টাকা জমা না দিয়ে কাউন্টারে বাইরের রাখলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দায়ভার গ্রহণ করবে না।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি (তদন্ত) আবু সাঈদ জানান, ব্যাংক থেকে টাকা চুরির ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনাটি তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় ৬ষ্ঠ সদর উপজেলা পরিষদের ১ম মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা ৬ষ্ঠ সদর উপজেলা পরিষদের মাসিক ১ম সভা ও নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদের দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১১ টায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ফাতেমা-তুজ-জোহরা।

এসময় সভাটি আয়োজন করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ।সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোওয়াত করেন চুয়াডাঙ্গা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এ এম আমিনুল ইসলাম। আর পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তা বিকাশ কুমার সাহা। সদর উপজেলা নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন ও স্বাগত বক্তব্য দেন সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ফাতেমা তুজ জোহরা। এরপর একে একে নবনির্বাচিত সকল পরিষদ সদস্যকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। এরপর শুরু হয় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এলাকার উন্নয়ন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা সভা।

এ সময় সভায় চুয়াডাঙ্গা নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, ‘সবাইকে নিয়ে চুয়াডাঙ্গার উন্নয়ন করতে চাই। আমাদের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে চুয়াডাঙ্গা জেলার জন্য। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রেখে জেলার উন্নয়ন করতে হবে। শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী করতে হলে চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। জনগণের সেবা করার জন্য আমরা নির্বাচিত হয়েছি। জনগণের জন্য সব সময় প্রস্তত থাকতে হবে তাদের সেবা করার জন্য। আগামীদিনে আমাদের একটাই প্রত্যয় যে একসাথে পথ চলে কাজ করতে হবে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা রোল মডেলে নিয়ে যেতে হবে আর এটাই হবে আমাদের চ্যালেঞ্জ। সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা হবে রোল মডেল’।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাসুমা খাতুন,

আলুকদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মামুন, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলী আহম্মেদ হাসানুজ্জামান, শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহিউল আলম, বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদরে চেয়ারম্যান আলী হোসেন, তিতুদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শুকুর আলী, পদ্মবিলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলম, গড়াইটুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুর রহমান, মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ^জীত কুমার, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের ইউপি সদস্য হালিমা খাতুন, প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলার সরকারি দপ্তরের সকল কর্মকর্তাগণ।

দামুড়হুদা থানা ও তফসিল অফিস পরিদর্শনে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা মডেল থানা ও সদর ইউনিয়ন তফসিল (ভূমি) অফিস বাৎসরিক পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা। এসময় সাথে ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। আজ বুধবার বিভিন্ন সময় তিনি সরজমিনে পরিদর্শন করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পরিদর্শন কালে প্রথমেই জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা কে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান করেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর। মডেল থানা পরিদর্শন কালে থানার সকল পুলিশ সদস্যদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর নেন তিনি।

এ সময় জেলা প্রশাসককে দামুড়হুদা মডেল থানার পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। মডেল থানা পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, জেলার আইন শৃঙ্খলা সমুন্নতি রাখতে জেলা প্রশাসন বদ্ধ পরিকর। দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। থানায় এসে যেনো কোন সেবা গ্রহীতা বিড়ম্বনা ও প্রতারণার স্বীকার না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে

হবে। পুলিশ ও জনগণের সম্পর্কের দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। জনগণ ও পুলিশের সম্পর্ক ভালো থাকলে এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি ভালো থাকে।

এসময় তিনি আরও বলেন ভূমি অফিসে এসে যেনো কোন সাধারণ সেবা গ্রাহকেরা যাতে সঠিক সময়ে ও সঠিক ভাবে কার্জ সম্পাদনা হয় সেদিকে লক্ষ রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

থানা পরিদর্শন শেষে জেলা প্রশাসক দামুড়হুদা সদর তফসিল (ভূমি) অফিসে সেবা গ্রহীতাদের জন্য নির্মিত অপেক্ষাগার ছায়াবিথী’র শুভ উদ্বোধন করেন।

চুয়াডাঙ্গায় দৈনিক প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারকে হুমকি

চুয়াডাঙ্গায় দৈনিক প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার সোহাগ জোয়ার্দ্দারের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।

এ বিষয়ে গত বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করা হয়েছে। সোহাগ জোয়ার্দ্দার ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে ঢাকাতে কর্মরত আছেন। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নের দিননাথপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে।

এ বিষয়ে সোহাগ জোয়ার্দ্দার বলেন বুধবার আমি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দিননাথপুর গ্রামের বটতালায় সন্ধ্যা সাতটায় সময় ইমান আলীর চায়ের দোকানে বসে ছিলাম হটাৎ কিছু এলাকায় বাইরের লোকজন এসে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়। আমি তাদের নিষেধ করলে তারা আমাকে প্রাণ নাশের এবং জখমের হুমকি দেয়।

এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন এটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি ঘটনা এবং এরা সকলে স্থানীয় চেয়ারম্যানের লোকজন বলে দাবি করেন তিনি। এক

পর্যায়ে তারা উত্তেজিত হলে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আমি রক্ষা পায়। এই বিষয়ে আমি পরের দিন বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটার সময় দিননাথপুর গ্রামের হোসেন ছেলে বাবুল (৫৫) কে প্রধান অভিযুক্ত করে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় ১২ জনের বিরুদ্ধে সাধারণ ডাইরি করেছি।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলী বলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দিননাথপুরে একজন সাংবাদিকের উপর হুমকির অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয় চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করেছে তিনি। তদন্ত সাপেক্ষে আমরা এটির ব্যবস্থা নিব।

আলমডাঙ্গায় পুকুর সংস্কারের নামে মাটি বিক্রি, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গার বন্ডবিলে একটি পুকুর সংস্কারের নামে মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রি করায় এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার (২৫ জুন) দুপুরে পৌর এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বন্ডবিল এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জরিমানাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী নওদা বন্ডবিল গ্রামের মুন্সি মজিবর রহমানের ছেলে মুন্সি মশিউর রহমান (৩৭)।
অভিযানের নেতৃত্ব দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক এবং আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) স্নিগ্ধা দাস ।
আদালত সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বন্ডবিল গ্রামের মুন্সি মশিউর রহমান গত কয়েক বছর পূর্বে তিনি একটি পুকুরের কিছু অংশ খনন করেন। ওই পুকুর আবারও পূর্ণখননের নামে গতকাল মঙ্গলবার মাটি কেটে বন্ডবিল গ্রামে অবস্থিত বাবু মুন্সির ইটভাটায় মাটি বিক্রি করেন। এতে রাস্তায় কাঁদামাটিতে চলাচলে ব্যাঘাত পায় স্থানীয়রা।

এ বিষয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসকে অবগত করলে তিনি আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের সহযোগীতায় ওই এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। অবৈধভাবে ভেকু দিয়ে খনন করে মাটি উত্তোলন করে ইট ভাটায় বিক্রয় করার অপরাধে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এর ১৫ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

দর্শনায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী আলতাফ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এএসআই আবু বক্কর সিদ্দিক, এএসআই শেখ আবু হানিফ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের ফুরশেদপুর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ২০ লক্ষ দশ হাজার টাকা জরিমানার সাজাপ্রাপ্ত পালাতক আসামী
আলতাফ হোসেন ওরফে খোকাকে (৫০) গ্রেফতার করা হয়। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের ফুরশেদপুর গ্রামের বাসিন্দা ও সুলতান আহম্মেদের ছেলে।

এদিকে পুলিশের কাজে বাঁধা সৃস্টি করার অপরাধে একই ইউনিয়নের হরিশপুর গ্রামের শরিফুল ইসলাম (৩৫) নামের একজনকেও গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত শরিফুল ইসলাম হরিশপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে। গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিচারার্থে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি ও বাইসাইকেল বিতরণ

দামুড়হুদায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বাস্তবায়নাধীন “বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি ও বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে শিক্ষার্থীদের মাঝে এসব বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি’র বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে তিনি অসহায় পরিবারের মাঝে ৪টি ঘর বিতরণ করেন। ৪ জন শিক্ষার্থীর মাঝে বাইসাইকেল ও ২০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শফিউল কবির ইউসুফ, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তানিয়া খাতুন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস, একাডেমিক সুপার ভাইজার রাফিজুল ইসলাম, ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায় প্রতিনিধি বাসুদেব হালদার সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কার্পাসডাঙ্গা পীরপুরকুল্লার দেড় কিলোমিটার রাস্তার অর্ধেক পুকুরে বিলিন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুরকুল্লা নতুন পাড়া হতে ঠাকুরপুর পশ্চিম পাড়া পর্যন্ত প্রধান সড়কের প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার অর্ধেক পাশ্ববর্তী পুকুরে বিলিয়ন হয়েছে।

সামনে বর্ষা মৌসুমে পুরো রাস্তা পাশের পুকুরে বিলিয়ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পীরপুরকুল্লা গ্রামের যুবসমাজের প্রতিনিধি আজগর আলীসহ বেশ কয়েকজন জানান আমরা প্রতিবছর যুবকরা মিলে গ্রাম থেকে টাকা ও বাঁশ তুলে রাস্তার ধারে পুকুরে প্যালাসাইড দিয়ে কোন রকমে রাস্তাটি টিকিয়ে রেখেছি। ইতিমধ্যই অর্ধেক রাস্তা পুকুরে বিলিয়ন হয়েছে। এবার বর্ষা মৌসুমে পুরো রাস্তা বিলিয়ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তারা আরো জানান এ রাস্তাটি দিয়ে চার পাঁচ গ্রামের লোকের যাতায়াত। প্রতিনিয়ত ৫/৬ হাজার লোক এ পথ দিয়ে যাতায়াত করে। বর্ষাকালে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এ পথ দিয়ে যেতে পারেনা।

গর্ভবতী মায়েদের ভোগান্তির কথা তো বলে শেষ করা যাবেনা। তারা বলেন আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে বর্তমান সাংসদ চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনসহ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন। এ রাস্তাটি তিনি করার ব্যাবস্থা করলে গ্রামবাসী তাকে সারাজীবন মনে রাখবে।

জনসাধারনের চরম ভোগান্তির কথা চিন্তা করে দ্রুত এ রাস্তাটি পিচ করনের দাবী জানিয়ে চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর এমপির আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

আলমডাঙ্গায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি, বেকারি মালিককে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও বিপণন করায় একটি বেকারির মালিককে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার পৌর শহরে চুয়াডাঙ্গা জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, পৌর শহরের আনন্দধামে অবস্থিত মুসলিম নামে ঐ বেকারিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও নোংরা পরিবেশে বেকারি পণ্য তৈরি, কেক, পাউরুটিসহ বিভিন্ন পণ্যে মেয়াদ মুল্য ইত্যাদি না দেয়া, কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, খাবারে নিষিদ্ধ উপাদান ব্যবহার সহ বিভিন্ন অনিয়মের কারণে মালিককে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

অভিযান চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন পৌর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মাহফুজুর রহমান ও আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের একটি টিম।

আলমডাঙ্গায় কৃষি জমির মাটি বিক্রি, অর্ধ লাখ টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় কৃষিজমির মাটি বিক্রির অপরাধে এক মাটি ব্যবসায়ীকে অর্ধ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের ঘোষবিলা এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) স্নিগ্ধা দাস এ অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় কৃষি জমির মাটি কেটে বিক্রির দায়ে দক্ষিণ রামনারায়ণপুরে আবুল কালাম (৪৭) ও মোহাম্মদপুরে হারুনুর রশিদকে (৪২) একলাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় কৃষি জমির মাটি কেটে বিক্রির দায়ে জামজামি ঘোষবিলা গ্রামের মৃত সোহরাব হোসেনের ছেলে ওয়াজেদ আলী (৫৬) অর্ধ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, ওয়াজেদ আলী দীর্ঘদিন থেকে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে অপরাধীরা কৃষি জমির মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিলেন। অভিযোগ পেয়ে এক ব্যবসায়ীকে অর্ধ লাখ টাকা জরিমানা করে সতর্ক করা হয়েছে।ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে জামজামি ক্যাম্পের আইসি শরিয়তুল্লাহ সঙ্গীয় ফোর্স উপস্থিত ছিল।